

## ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ঘোষণাপত্র (Manifesto) ও বাস্তবায়ন (Implementation)

আসসালামুআলাইকুম ওয়াহমা তুল্লাহি ওয়াবাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে “ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ঘোষণাপত্র (Manifesto) ও বাস্তবায়ন (Implementation)”।

- ১। আল্লাহর ইবাদত করবে।
- ২। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না।
- ৩। পিতা-মাতার প্রতি ইহসান ও উত্তম আচরণ করবে।
- ৪। আত্মীয়-স্বজন মিসকিন-পথিকদের হক প্রদান করবে।
- ৫। অপব্যয় করবে না।
- ৬। কৃপণ হবে না এবং বেহিসাবী ব্যয় করবে না।
- ৭। অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না।
- ৮। যিনা-ব্যভিচার করবে না।
- ৯। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না।
- ১০। এতিমের হক নষ্ট করবে না।
- ১১। অঙ্গীকার পূর্ণ করবে।
- ১২। মাপ ও ওজন পূর্ণ করে দিবে।
- ১৩। যে বিষয়ে জ্ঞান নাই তার অনুসরণ করবে না।
- ১৪। জমিনে দস্তভরে চলাফেরা করবে না।
- ১৫। প্রকাশ্য ও গোপনে অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না।
- ১৬। নিজেদের আকল (জ্ঞান) খাটাবে।
- ১৭। সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা আল্লাহ কারো উপর চাপান না।
- ১৮। নিকটজনের বিপক্ষে গেলেও ন্যায্য কথা বলবে।
- ১৯। ক্ষুদ্র অন্যায়ও বিচারের দিন প্রকাশ করা হবে।

- ২০। সালাত কায়েম করবে।  
 ২১। ভালো কাজের নির্দেশ দান করবে।  
 ২২। মন্দ কাজ নিষেধ করবে।  
 ২৩। বিপদে-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করবে।  
 ২৪। চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে।  
 ২৫। কণ্ঠস্বর সংযত রাখবে।

প্রথম ১৪টি দফা হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে মি'রাজের সময় আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল সাঃ এর উপর নাযিল করেন, যেগুলো সূরা নম্বর ১৭ বনি ইসরাইলের ২২ থেকে ৩৯ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়ের মিল থাকায় সূরা নম্বর ৬ আল আন'আম এর আয়াত ১৫১ থেকে ১৫৩ উল্লেখ করা হলো। এবং সূরা ৩১ লোকমানের আয়াত ১২ থেকে ১৯ উল্লেখ করা হলো।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ﴿٢٢﴾

স্থির করো না আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:২২

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:২৩

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:২৪

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:২৫

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

আত্মীয়-স্ব জনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:২৬

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:২৭

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষামান থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:২৮

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

তুমি একেবারে ব্যয়-কুষ্ঠ হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃতি, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবো। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:২৯

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

নিশ্চয় তোমার পালকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত,-সব কিছু দেখছেন। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৩০

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৩১

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৩২

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا  
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৩৩

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

আর, এতিমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংখা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করা। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৩৪

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপালায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৩৫

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ  
مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৩৬

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূ পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৩৭

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

এ সবার মধ্যে যেগুলো মন্দকাজ, সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৩৮

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

এটা ঐ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার পালনকর্তা আপনাকে ওহী মারফত দান করেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। সূরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৩৯

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তাএই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রে?র কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহাির দেই, নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। সূরা আন'য়াম ৬:১৫১

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

এতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ  
পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার  
কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করা সুরা আন'য়াম ৬:১৫২

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ  
وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব,  
এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।  
তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও। সুরা আন'য়াম ৬:১৫৩

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল  
নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। সুরা লুকমান ৩১:১২

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর  
সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। সুরা লুকমান ৩১:১৩

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ  
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর  
কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার  
পিতা-মতীর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। সুরা লুকমান ৩১:১৪

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবো। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবো। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো। সূরা লুকমান ৩১:১৫

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন। সূরা লুকমান ৩১:১৬

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। সূরা লুকমান ৩১:১৭

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাস্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। সূরা লুকমান ৩১:১৮

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্ৰীতিকর। সূরা লুকমান ৩১:১৯

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! সূরা বনী ইসরাইলের ২২ থেকে ৩৯, সূরা আল আনআম এর ১৫১ থেকে ১৫৩, সূরা লোকমানের ১২ থেকে ১৯, মোট ৩৯টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এবং প্রথমে এই আয়াতগুলো থেকে ২৫টি পয়েন্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তি দ্বারাই সমাজ গঠিত হয়। সুতরাং ভালো সমাজ গঠন করতে হলে ব্যক্তিকেই প্রথম ভালো হতে হবে। তাই আল্লাহ তা'য়ালার সমাজ গঠনের জন্য ব্যক্তিকেই গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে ভালো মানুষ তৈরি করার জন্য ৩৯টি আয়াতে গুণাবলী অর্জনের জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

ব্যক্তি জীবনে এই গুণগুলো অর্জিত হলে, তবেই ভালো সমাজ, উন্নত সমাজ, শোষণহীন সমাজ, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে।

ব্যক্তি পর্যায়ে এই গুণগুলো অর্জিত না হলে, ঐ ব্যক্তি সমাজকে কলুষিত করবে। যেমন: মিথ্যা কথা বলে অন্যকে ধোঁকা দিয়ে, সমাজের ক্ষতি করবে। তেমনই ওয়াদা খেলাফ করে অন্যকে বিপদে ফেলে, সমাজের ক্ষতি করবে। এবং আমানতের রক্ষা না করে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, এতে সমাজের ক্ষতি হবে। মাপে ও ওজনে কম দিয়ে ব্যক্তি সমাজকে দুর্নীতি পরায়নে রূপান্তরিত করবে। দরিদ্রের ও এতিমের হক নষ্ট করে ব্যক্তি সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

সুতরাং উপরে উল্লেখিত গুণগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন (Implementation) করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। এবং আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ ও এই গুণগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করি। আশা করা যায়, আল্লাহর সাহায্যে এই গুণগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটা সুন্দর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে, ইনশাআল্লাহ। তবে সময় লাগতে পারে। ধৈর্যহারা হওয়া যাবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।